তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৪২

**সাংবিধানিক ম্যান্ডেট অনুযায়ী সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগের ২৩ক ধারায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে। সে সাংবিধানিক ম্যান্ডেট অনুযায়ী সরকার তফসিলভুক্ত ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ, পরিচর্যা, বিকাশ ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকার যথেষ্ট সচেতন ও আন্তরিক।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে চাকমা সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় লোক কাহিনি অবলম্বনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট খাগড়াছড়ি কর্তৃক চাকমা ভাষায় নির্মিত প্রথম গীতি-নৃত্য-নাট্য ‘রাধামন-ধনপুদি’র পরিবেশনা উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ির সদস্য শতরূপা চাকমা।

প্রধান অতিথি বলেন, ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০’ অনুযায়ী ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে নওগাঁ, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও দিনাজপুরে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতি সুরক্ষার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জনবল কাঠামোও অনুমোদিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই এ তিনটি প্রতিষ্ঠান আইনের মাধ্যমে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যাত্রা শুরু করবে। এ তিনটিসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০টিতে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়নে ইতোমধ্যে দুইটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, খাগড়াছড়ি জেলার প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। এ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসাধারণের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক জিতেন চাকমা।

উল্লেখ্য, চাকমাদের গীতি-নৃত্য-নাট্য ‘রাধামন-ধনপুদি’র এটি ১০ম পরিবেশনা। চাকমা সমাজের জনপ্রিয় তিনটি গীতধারা হচ্ছে গেংখুলি, উভোগীত, টেঙাভাঙ্গা গীত। এ তিনটি গীতিধারার সমন্বয়ে কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে রাধামন ধনপুদির বিভিন্ন কাহিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

#

ফয়সল/রফিক/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২২৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৪১

**দেশে বর্তমানে ১৩ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক দেশে বর্তমানে ১৩ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী উল্লেখ করে বলেন, ২০১০ সালে ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোলা জেলার চর কুকরি- মুকরিতে যখন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্বোধন করেন তখন দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা ছিল ৫৬ লাখ। ডিজিটাল সেন্টার উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তরুণদের পাশাপাশি একজন তরুণীকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। বর্তমানে ৮ হাজার ৩৬৩টি ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজারের ওপরে তরুণ-তরুণী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছে বলে তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এডভ্যান্স রিসোর্স ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সাইন্স অডিটোরিয়ামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাটোর জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতির ‘নবীনবরণ এবং কৃতি সংবর্ধনা ২০২২’ উপলক্ষ্যে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তারা মানুষের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিমাসে ১ কোটি মানুষ এসব সেন্টার থেকে সেবা গ্রহণ করছে‌। সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার ঘরে বসেই দেশ-বিদেশে ব্যবসা করছে। এটাই হল শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ।

প্রতিমন্ত্রী মেধা ও প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে আগামী দিনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নাটোর ছাত্র কল্যাণ সমিতিকে প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের কল্যাণে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে । পরে তিনি নাটোর জেলার ৭ উপজেলার ৭ জন কৃতিশিক্ষার্থীর মাঝে বিশ্বজয়ের হাতিয়ার ল্যাপটপ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য,বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস।

নাটোর জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাব্বির সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও নাটোর সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম রমজান, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সহ-সভাপতি এড. কোহেলী কুদ্দুস, মুক্তি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম অপু।

#

শহিদুল/রফিক/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২১৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৪০

**‘বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা’ শীর্ষক স্মারক ডাকটিকিট**

**অবমুক্ত করলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর):

“জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ ।। বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা’’ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ছাড়াও দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত এবং পাঁচ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ড ও একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ঢাকায় ডাক ভবন মিলনায়তনে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং ডাটা কার্ড ও সিলমোহর প্রকাশ করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ খলিলুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ফায়জুল আজিম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু এবং বাংলা টাইপ রাইটার যন্ত্র প্রবর্তনে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্র্রী বলেন, বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষার যে ভিত্তি রচনা করেছেন তা অসাধারণ।  শুধু বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি হিসেবেই নয় সেই সাথে বিশ্বের ৩৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান আমাদের জন্য বড় অহংকার বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিতার  পথ ধরে কন্যার যে যাত্রা তা স্মরণীয় করে রাখতেই স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী এসময় ১৯৫২ সালের অক্টোবরে চীনের পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে বাংলায় বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা প্রদানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু বাংলায় বক্তৃতা করে বাংলা ও বাঙালিকে তুলে ধরেছিলেন বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে। তিনি বলেন, মা, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমি এই তিন নিয়ে কোনো আপস করা যায় না। তিনি সকলকে এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

#

শেফায়েত/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৯২৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৩৯

**বহির্বিশ্বে শেখ হাসিনা অনন্য উচ্চতায়**

**- এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর):

পানি সম্পদ উপ-মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়নের কারিগর এবং উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার। তিনিই বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান যিনি জাতিসংঘে ১৯ বার বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বহির্বিশ্বে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগ আয়োজিত আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলে উপ-মন্ত্রী এসব কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগের সভাপতি আজিজুল হক খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

পানি সম্পদ উপ-মন্ত্রী বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারসহ জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে শেখ হাসিনার হাত ধরেই। এখন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামনে বাংলাদেশের উদাহরণ তুলে ধরে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে করতে হয় তা বাংলাদেশ থেকে শিখতে পরামর্শ দেন। তাঁর কারণেই বাংলাদেশ আজ অনন্য মর্যাদায় আসীন।

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শামীম আরো বলেন, বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষ প্রবাসে কর্মরত রয়েছে। দেশের অগ্রগতিতে প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের অবদান খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। প্রবাসীরা হচ্ছেন বিদেশে দেশের দূত। করোনার মধ্যে প্রবাসীদের পাঠানো আয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ব্যাংকসমূহও পর্যাপ্ত পরিমাণ আমানত তৈরি করতে পেরেছে।

#

গিয়াস/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৩৮৩৭

**হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরিমকে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর):

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান সৌদি আরবের মক্কা আল মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারামে গত ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৪২তম বাদশাহ আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরান প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জনকারী বাংলাদেশি প্রতিযোগী হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরিমকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

হাফেজ সালেহ আহমেদ গতকাল রাতে দেশে ফিরলেধর্ম প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের পক্ষে ফাউন্ডেশনের দ্বীনি দাওয়াত বিভাগের পরিচালক মোঃ আনিসুর রহমান সরকার তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে তাকরিমকে এক লাখ রিয়াল, সনদ ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর উপদেষ্টা ও মক্কা নগরীর গভর্নর খালেদ আল ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ এবং দেশটির ইসলাম ও দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. আবদুল লতিফ বিন আবদুল আজিজ আলে শেখসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ইতিপূর্বে হাফেজ তাকরিম ইরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরান প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত হিফজুল কোরান প্রতিযোগিতায় ৭ম স্থান অধিকার করেছিল।

#

আনোয়ার/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/ লিখন/১৮৩৪ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৩৮

**জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে যুব সমাজকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করেন**

**-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে দক্ষ, মেধাবী ও বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী যুব সমাজ গঠনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে যুব সমাজকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়ার সেরালে উপজেলার বিভিন্ন যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, যুব সমাজই যুগে যুগে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে সাহসী ভূমিকা রেখে   
থাকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রশিক্ষিত ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ যুব সমাজ উপহার দিতে প্রতিটি বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার যুব সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে দেশের ৪৯৬টি উপজেলার যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। তিনি স্থানীয় যুব সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদেরকে স্বনির্ভরতা অর্জনে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি উপজেলার যুব সংগঠনগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৭২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩৪

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

‘আগামীকাল ‘‘মীনা দিবস’’। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা**।’**

#

তুহিন/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩৩

আগামীকাল মীনা দিবস

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

আগামীকাল ২৪ সেপ্টেম্বর মীনা দিবস-২০২২। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা’। বিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া রোধের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বে পালিত হয় ইউনিসেফের ঘোষিত দিবসটি। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহে দিবসটি উদযাপিত হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে - গল্প বলার আসর, বিশেষ ব্যক্তিত্ব কর্তৃক শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রেরণামূলক বক্তব্য, পাপেট শো ও মাপেট শো, স্টল প্রদর্শনী, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, যেমন খুশি তেমন সাজো  ও মীনা বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া, ঢাকা পিটিআইতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিভাগীয়, জেলা  ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে মিল রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

লিঙ্গ বৈষম্য রোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শিশু নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে মিনা কার্টুনের গল্পগুলো তৈরি করা হয়। কার্টুনটি বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, হিন্দি ও নেপালি ভাষায় সম্প্রচার করা হয়েছে। কার্টুন ছাড়াও কমিক বই ও রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে। এর স্রস্টা বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মোস্তফা মনোয়ার। এই কার্টুনটির সূচনা সংগীতটিও শিশুদের কাছে খুব প্রিয়।

#

তুহিন/ডালিয়া/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩২

**ঋতু উৎসবের শুরু মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই**

**-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, হেমন্ত ও বসন্ত- এ ছয়টি ঋতুতেই বাংলার প্রকৃতি নতুন রূপে ও নতুন সাজে ধরা দেয়। ঋতু উৎসবের শুরু মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই। তিনি সকল ঋতুকে নিয়েই লিখেছেন। এ বঙ্গে ঋতু উৎসব শুরু হয় ষাটের দশকে রাজধানী ঢাকায় ছায়ানটের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে ঢাকা ছাড়িয়ে সারাদেশে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির সবচেয়ে বড় এ অসাম্প্রদায়িক উৎসব ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পহেলা বৈশাখে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'শরৎ উৎসব-১৪২৯' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নৃত্যশিল্পী ড. নিগার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ।

প্রতিমন্ত্রী শরতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ঢাকার পূর্বাচল ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার খোলা স্থানসমূহ, উত্তরা ও আফতাবনগরে কাশফুল বন দেখতে পাওয়া যায়। পদ্মা সেতু পার হওয়ার সময় নদীর দু'দিকে পদ্মার চরেও কাশফুলের দেখা মেলে। তিনি আরো বলেন, শরতের বিকেল অসাধারণ। সাদা মেঘের ভেলা ও কাশফুলের শুভ্রতা মন জুড়িয়ে দেয়। এ ঋতুকে আমি খুব উপভোগ করি।

#

ফয়সল/ডালিয়া/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১২৪৪ ঘণ্টা